<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপিল বিচারক্ষেত্র</u>
<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন
এবং
মাননীয় বিচারপতি উদয় কুমার

২০২৩ সালের এমএটি ৭১
মেসার্স মহাবীর ট্রেডার্স, তাঁতিগেরিয়া, রাঙ্গামাটি
বনাম
অরুণাভ শাসমাল ও অন্যান্যরা
সহ
২০১৫ সালের এফ. এম. এ ১১০
রমেশ কুমার শর্মা
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য ২০২৩ সালের এমএটি ৭১-

এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের জন্য ২০১৫ সালের এফএমএ ১১০-

বরিষ্ঠ উকিল শ্রী সপ্তাংশু বসু,

শ্রী দেবব্রত সাহা রায়, উকিল,

শ্রী পিঙ্গল ভট্টাচার্য, উকিল,

শ্রী নীল বসু, উকিল

উত্তরদাতা নং ১-এর ২০২৩-এর এমএটি ৭১ -

শ্রী এস. এন মিত্র, বরিষ্ঠ উকিল,

শ্রী তিমির বারান সাহা, উকিল

আবেদনকারীর জন্য ২০১৫-এর এফএমএ ১১০-

শ্রী তিমির বারান সাহা, উকিল

রাষ্ট্রের পক্ষে, উভয় আপিলই -

শ্রী সুশোভন সেন, উকিল

শ্রী সুবীর পাল, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছে **- ২০২৩-এর ৮ই সেপ্টেম্বর**

রায় **- ১০ই অক্টোবর, ২০২৩**

১. <u>বিচারপতি সৌমেন সেনঃ-</u> উভয় আপিল আইন এবং তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন জড়িত উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা একসাথে নেওয়া হয় এবং এই সাধারণ আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

২. সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে, আবেদনকারী মেসার্স মহাবীর ট্রেডার্সকে "অংশীদারিত্ব সংস্থা" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালের এফএমএ ১১০-এ আবেদনকারী রমেশ কুমার শর্মাকে "রমেশ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. পশ্চিমবঙ্গ বিতরণ ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ), ২০০৩ (এরপরে "নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০০৩" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর অধীনে বিতরণকারী অনুদান সম্পর্কিত বিরোধের সূত্রপাত, যার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে একটি নতুন লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল, ২৩শে আগস্ট, ২০১০-এ পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

৪. আপিলকারী অংশীদারিত্ব সংস্থাটি দাবি করবে যে এটি কেবলমাত্র বিদ্যমান বিতরণ লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ ছিল যেখানে ২০১৬ সালের ডব্লিউপিএ ২৯৪৬ (ডাব্লু)-এর রিট আবেদনকারী অরুণাভ শাসমাল যুক্তি দেখাবেন যে এটি একটি নতুন লাইসেন্স।

৫. এই অংশীদারিত্বটি মূলত ২রা নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়েছিল এবং এরপর দুটি সম্পূরক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যার মধ্যে শেষটি ছিল ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে। মনে হচ্ছে ২৫শে অক্টোবর, ২০০৪ সালের আগে এই অংশীদারিত্বে মাত্র দুজন অংশীদার ছিলেন, শ্রী ওমপ্রকাশ সাকসারিয়া এবং শ্রী জগদীশ প্রসাদ শর্মা। উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মেসার্স মহাবীর ট্রেডার্সের নামে অংশীদারিত্বে পাইকারি মুদি এবং এম.আর. ডিস্ট্রিবিউটরের ব্যবসা পরিচালনা করছিল।

৬. ২৫শে অক্টোবর ২০০৪ তারিখে, তিনজন অংশীদারের সাথে অংশীদারিত্ব সংস্থাটি পুনর্গঠিত হয়, যথা, i) শ্রী ওমপ্রকাশ সাকসারিয়া, ii) শ্রী জগদীশ প্রসাদ শর্মা এবং iii) শ্রীমতী গীতা দেবী সাকসারিয়া।

৭. আর্থিক আকস্মিকতার কারণে পূর্ববর্তী অংশীদারিত্বটি শ্রীমতি গীতা দেবী সাকারিয়া নামে একটি নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাতে উক্ত অংশীদারিত্ব ফার্মের নাম এবং শৈলীতে পাইকারি এবং এম. আর ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে বহন করা যায়। পুনরায় গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি ২০০৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল। এটি ইচ্ছামতো একটি অংশীদারিত্ব।

৮. বিরোধের আগে অংশীদারিত্ব সংস্থাটির তিনজন অংশীদার ছিলেন, যথা: i) শ্রী ওমপ্রকাশ সাকসারিয়া, ii) শ্রী জগদীশ প্রসাদ শর্মা এবং iii) শ্রীমতী গীতা দেবী সাকসারিয়া। উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থায় ওমপ্রকাশ এবং জগদীশের অবদান ছিল ৪০,০০০/- টাকা, যেখানে গীতা অংশীদারিত্ব সংস্থাটির মূলধনের জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা অবদান রেখেছিলেন।

৯. প্রকরন ১১-এর অংশীদারিত্বের দলিল অনুসারে, অংশীদারিত্বের ধারাবাহিকতায় কোনও অংশীদারের মৃত্যু হলে, তার মৃত্যুর তারিখ থেকে তার উত্তরাধিকারী কর্তৃক নিযুক্ত আইনী প্রতিনিধিরা তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং অংশীদারিত্বের কোনও বিলুপ্তির প্রয়োজন নেই। তবে অংশীদারিত্ব ব্যবসা পরিচালনার জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট শেয়ারের ব্যবস্থা বা সমন্বয়ই যথেষ্ট হবে।

১০. ৩১শে জুলাই, ২০১০ তারিখে জগদীশ প্রসাদ শর্মার মৃত্যুর পর, ২৩শে আগস্ট, ২০১০ তারিখে অংশীদারিত্ব পুনরায় গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত দলিলে বলা হয়েছে যে জগদীশের আইনগত উত্তরাধিকারীরা তাদের পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশীদারিত্ব ব্যবসায় অংশগ্রহণ না করার বিষয়ে লিখিতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

১১. ওম প্রকাশ বার্ধক্যের কারণে কাজ চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক প্রকাশ করেন এবং তার ছেলে অরুণকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন।

আগত অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অরুণ ৫.৫০ লক্ষ টাকা দান করেন। দীনেশ ৪,০০,০০০ টাকা মূলধন হিসেবে দান করেন। গীতার প্রদত্ত মূলধন একই ছিল।

১২. দীনেশের অংশীদারিত্ব সংস্থায় অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে জগদীশের এক পুত্র, অর্থাৎ রমেশ কুমার শর্মা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। জগদীশের ছয়জন আইনি উত্তরাধিকারী ছিলেন, যাদের মধ্যে জগদীশ ছাড়া আর কেউই দীনেশের অংশীদারিত্ব ব্যবসায়ে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেননি।

১৩. এই ধরনের পুনর্গঠনের পরে, মনে হয় যে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ১০ শতাংশ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত সংস্থাকে পূর্ববর্তী লাইসেন্স বাতিল করার অনুমোদন দিয়েছিল। তবে, এই কার্যক্রমে পূর্ববর্তী লাইসেন্স এবং অনুমোদন প্রকাশ করা হয়নি।

১৪. বার্ধক্য পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী রয়েছেঃ-

“১১. লাইসেন্সধারীর মৃত্যু বা পদত্যাগ, অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠন বা তার ব্যবসায়ে লাইসেন্সধারীর স্বার্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লাইসেন্সটি বৈধ থাকবে না।”

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৫. রমেশ ২০১৩ সালে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। তাঁর রিট পিটিশনে তিনি বলেছেন যে, ২০১১ সালে পুনর্গঠিত ফার্মের ক্ষেত্রে জগদীশ-এর আইনি উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করার জন্য লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, ২০১২ সালের নভেম্বরে, তার ছেলে রমেশের পক্ষে একটি আবেদন করা হয়েছিল সূরজের মাধ্যমে

অভিযোগ করে যে যখন রমেশ জেলা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে গিয়েছিল তাঁকে দীনেশ নামে একজন বহিরাগত ব্যক্তির পক্ষে কোনও আপত্তি না করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং রমেশের পরিবারের কাছ থেকে জগদীশের অংশও আটকানো হয়েছিল যতক্ষণ না তিনি এই ধরনের নথিতে স্বাক্ষর করেন। তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুত একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে এবং দীনেশকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে সংস্থাটি পুনর্গঠনের জন্য জগদীশের আইনী উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি শংসাপত্র জমা দিতে বাধ্য হন।

১৬. কোনও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে এই ধরনের বলপ্রয়োগের কোনও সমসাময়িক রিপোর্ট না থাকার কারণে এবং ২০১২ সালের নভেম্বরে রমেশের পুত্র তাঁর প্রতিনিধিত্বে এই ধরনের গল্প উত্থাপন করেছিলেন এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্ডিত একক বিচারক রমেশের গৃহীত অবস্থানকে অবিশ্বাস করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পণ্ডিত একক বিচারক নথিভুক্ত করেছেন যে রমেশ এবং অন্যান্য আইনী উত্তরাধিকারীরা জগদীশ কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন এবং তার মৃত্যুর সময় জগদীশকে প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত পরিমাণ কোনও প্রতিবাদ ছাড়াই পেয়েছিলেন এবং স্পষ্টভাবে অংশীদারিত্ব সংস্থার সাথে নিজেকে যুক্ত না করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। প্রায় দুই বছর ধরে পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব দলিলের শক্তিতে ফার্মটি পুনর্গঠন এবং ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার সময় রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল।

১৭. বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছিলেন যে রমেশ একই সাথে মূলধন এবং অংশীদারিত্ব সংস্থায় জগদীশের অংশ গ্রহণ না করে অনুমোদন এবং প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। এটি যুক্তি দেওয়া যায় না যে রমেশ অংশীদারিত্ব সংস্থায় আগ্রহী অংশীদার এবং রমেশকে বাদ দেওয়া হয়েছে পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি অবৈধ ছিল। রিট পিটিশনে চ্যালেঞ্জের ভিত্তি পুনর্গঠিত অংশীদারিত্বের ব্যবসায় রমেশকে বাদ দেওয়া বলে মনে হয় এবং আসলে দীনেশকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নয়।

১৮. আইনগত উত্তরাধিকারীর ঘোষণাপত্রে/আইনগত উত্তরাধিকারীদের জগদীশ প্রশাদ শর্মা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শেয়ার হলে তাদের কোনো আপত্তি নেই তাদের মৃত পিতাকে তাদের আত্মীয় শ্রী দীনেশকে দেওয়া হয় এবং তাকে অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যে ঘোষণাটি ২৮শে আগস্ট, ২০১০ তারিখে করা হয়েছিল। মনে হচ্ছে যে অংশীদারিত্ব সংস্থার পুনর্গঠনের পরে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ (অংশীদারিত্ব) ফার্মের পুনর্গঠনের অনুমোদনের জন্য একটি অনুরোধ করা হয়েছিল এবং এই অনুরোধের ভিত্তিতে ১০ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ওএসডি এবং পদাধিকারবলে বিশেষ সচিবকে অবহিত করেছিলেন। ডিডিপি এবং এস/এসপিআইও এবং সরবরাহ বিভাগের পরিচালক যে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ সরকার এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ (অংশীদারিত্ব) ফার্মের পুনর্গঠনের অনুমোদন দিয়েছে "মেসেরস মহাবীর ট্রেডার্স" শ্রী অরুণ কুমার সেকসরিয়া এবং দীনেশ কুমার আগরওয়াল।

১৯. যাই হোক না কেন, এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে রমেশ ছাড়া অন্যরা অংশীদারিত্ব সংস্থার পুনর্গঠনকে বিরোধ করেনি।

২০. যদিও একটি আপিল অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, ২০২৩ সালের এমএটি ৭১-এর শুনানির সময় পর্যন্ত এটি অনুসরণ করা হয়নি, যখন রিট পিটিশনের আদেশটি আমাদের নজরে আনা হয়েছিল এবং তারপরে রমেশের দায়ের করা ২০১৫ সালের এফএমএ নং ১১০ কে বর্তমান আপিলের সাথে ট্যাগ করা হয়েছিল। আবেদনে, আমরা জগদীশের অন্যান্য আইনী উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য বা তার মৃত্যুর পরে জগদীশের অংশীদারিত্ব সংস্থার প্রাপ্য অংশ গ্রহণের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর খুঁজে পাইনি।

২১. এই ধরনের বিবেচনার ভিত্তিতে, আমরা মনে করি যে রমেশের দায়ের করা আবেদনটি বিবেচনার যোগ্য নয়।

২২. ২০১৪ সালের ২৫শে জুলাই রমেশের রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যায়।

২৩. প্রায় দুই বছর পর, অরুণাভ সাসমল নামে এক ব্যক্তি পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে লাইসেন্স প্রদানের বিরোধিতা করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন এই ভিত্তিতে যে, জগদীশের মৃত্যুর পর শূন্যপদ দেখা দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খালি ঘোষণা করার পরিবর্তে দীনেশকে জগদীশের জায়গায় অংশীদারিত্ব সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয় যা ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে অনুমোদিত নয়।

২৪. অরুণাভ অভিযোগ করেছেন যে, যেহেতু অংশীদারিত্ব ফার্মের মূল অংশীদারদের একজনের মৃত্যুর কারণে শূন্যপদটি তৈরি হয়েছে, তাই সহানুভূতির ভিত্তিতে মৃত অংশীদারের আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে এই শূন্যপদটি পূরণ করতে হবে, যা ব্যর্থ হলে, রাজ্য/উত্তরদাতারা ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিধানের অধীনে একটি নতুন শূন্যপদ ঘোষণা করতে বাধ্য। এই রিট পিটিশনটি এই ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়েছিল যে পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব ফার্মকে প্রদত্ত লাইসেন্সটি নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩-এর ধারা ২৩-এর পরিপন্থী, যা ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখের ২৮শে মার্চ সংশোধিত হয়েছিল।

২৫. বিজ্ঞ একক বিচারকের অভিমত ছিল যে, উপরোক্ত দুটি ধারা স্পষ্ট করে দেবে যে, বিদ্যমান পরিবেশকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, আইনি উত্তরাধিকারীগণ কেবল সহানুভূতির ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। অধিকন্তু, অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠনের ফলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। বিজ্ঞ একক বিচারক বিভিন্ন যোগাযোগের উপরও নির্ভর করেছেন যা

পক্ষগুলির মধ্যে তাদের SPIO-এর মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তর সহ, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কন্ট্রোল আদেশ, 2003-এর অধীনে সহানুভূতির ভিত্তিতে একজন বহিরাগতকে MR ডিস্ট্রিবিউটরের অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

২৬. বিদ্বান একক বিচারক অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষ থেকে জমা দেওয়া আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছিলেন যে অরুণাভা রমেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রিট পিটিশনটি বিলম্বের ভিত্তিতে খারিজ করা উচিত ছিল এবং তাও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ প্রবর্তনের পরে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩ বাতিল করে এই ভিত্তিতে যে রাজ্যের উত্তরদাতারা পাশাপাশি অংশীদারিত্ব সংস্থা তাদের নিজের ভুলের সুযোগ নিতে পারে না।

২৭. এই আদেশটি বিরোধের মধ্যে রয়েছে।

২৮. অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সপ্তাংশু বসু দাখিল করেছেন যে জগদীশ ৩১শে জুলাই, ২০১০ তারিখে মারা গেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তার কোনও আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত বিতরণ ব্যবসায় অংশীদার হতে আগ্রহী ছিলেন না এবং উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থায় অংশীদার হিসেবে দীনেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনাপত্তি জারি করেছিলেন। সেই ভিত্তিতেই দীনেশকে পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক সময়ে, পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০০৩-এ অংশীদারিত্ব সংস্থায় বহিরাগতকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনও বাধা ছিল না। অংশীদারিত্ব দলিলের ৯ নং ধারায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে একজন অংশীদারের আইনি উত্তরাধিকারীরা অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাদের অধিকার অর্পণ করতে পারেন এবং অংশীদারিত্ব সংস্থাটি ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তবে এর ফলে অংশীদারিত্ব ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে তাদের নিজ নিজ শেয়ারের ব্যবস্থা বা সমন্বয় করা হবে। উক্ত ধারাটি বিশেষভাবে ১৯৩২ সালের অংশীদারিত্ব আইনকে নির্দেশ করে।

২৯. দীনেশের পক্ষে আইনী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা এই ধরনের বরাদ্দের ভিত্তিতেই খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ অংশীদারিত্ব আইনের বিধান অনুসরণ করে জগদীশের আইনী উত্তরাধিকারীদের স্থলে দীনেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করে ফার্ম পুনর্গঠনের অনুমোদন দেয় এবং এই পুনর্গঠন অনুমোদিত হওয়ার পর, অংশীদারিত্ব সংস্থাটিকে এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, অংশীদারিত্ব সংস্থাটি ২৩শে আগস্ট, ২০১০ তারিখে পুনর্গঠিত হয় এবং ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩ এর অধীনে পুনর্গঠিত ফার্মের অনুকূলে নতুন লাইসেন্স জারি করা হয়। ৮ই আগস্ট, ২০১৩ তারিখে, নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ কার্যকর হয়েছে যা নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩ বাতিল করে। নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ কার্যকর হওয়ার পর পুনর্গঠিত ফার্মের অনুকূলে নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

৩০. ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬-এ কন্ট্রোল অর্ডার, ২০০৩-এর অধীনে ১২ এপ্রিল, ২০১২-এ জারি করা আপিলকারী/অংশীদারি সংস্থার এম.আর. ডিস্ট্রিবিউটরশিপ লাইসেন্সকে বিরোধ করে রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছিল, অর্থাৎ অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অনুমতিপত্র জারি হওয়ার তারিখ থেকে প্রায় সাড়ে চার বছর পরে।

৩১. রিট আবেদন দাখিল করতে এত বিলম্বের কোনও ব্যাখ্যা অরুণাভ দেননি। তাছাড়া, অরুণাভের দাখিল করা রিট আবেদনের বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে রমেশ তাকে দায়ের করেছিলেন। কোনও ব্যাখ্যা না দেওয়ায়, শ্রী বসু দাখিল করেন যে রিট আবেদনটি মঞ্জুর করা সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞ একক বিচারক বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে পুনর্গঠিত সংস্থার পক্ষে মূল্যবান অধিকার অর্জিত হয়েছে।

রিট আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করা হয়নি এবং বিজ্ঞ একক বিচারক বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অরুণাভ ছিলেন রমেশের একজন অহংকারী ব্যক্তি। তাছাড়া, এই বেঞ্চ কর্তৃক তালিকাভুক্তির নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রমেশ আপিলটি অনুসরণ করতে কোনও আগ্রহ দেখাননি। রমেশ এবং অরুণাভ উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব একই আইনজীবী করলেও রমেশ এত দিন চুপ ছিলেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, 1932 কখনও কোনও বিদ্যমান পারিবারিক অংশীদারিত্ব ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে কোনও বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা দেয় না যদি না অংশীদারিত্বের দলিলে নির্দিষ্ট বর্জনীয় ধারা থাকে। অংশীদারিত্বের দলিল ফার্মের পুনর্গঠনের অনুমতি দিয়েছে এবং এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে মৃত অংশীদারের যেকোনো আইনি উত্তরাধিকারী বা যেকোনো স্বত্বাধিকারীকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দাখিল করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞ একক বিচারক উপেক্ষা করেছেন যে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারির কারণে এবং ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিলের কারণে ২০১২ সালে জারি করা লাইসেন্সটি তার বৈধতা হারিয়েছে। ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারির পর পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে নতুন লাইসেন্স জারি করার কারণে ১২ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে জারি করা লাইসেন্সটি তার বৈধতা হারিয়েছে। যুক্তির খাতিরে, এটি গৃহীত হয়েছে যে, একজন বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করা অনুমোদিত নয়, তবে সর্বোত্তমভাবে তৃতীয় অংশীদারকে বাদ দিলে, লাইসেন্স বাতিলের পরিবর্তে অন্য দুই বিদ্যমান অংশীদারকে অংশীদার হিসেবে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। দাখিল করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞ একক বিচারক বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তিন অংশীদারের সমন্বয়ে গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি কখনই একজন অংশীদারের মৃত্যুতে বা একজন বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করার পরে বিলুপ্ত করা যাবে না, যেমনটি অংশীদারিত্ব দলিলের শব্দ থেকে অন্যথায় বোঝা যায় এবং লাইসেন্সটি পৃথক পরিচয় সম্পন্ন ফার্মের নামে মঞ্জুর করা হয়েছে। যেকোনো ক্ষেত্রেই অংশীদারিত্ব সংস্থাটি বিলুপ্ত করা হয়নি।

৩২. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জনাব সুশোভন সেনগুপ্ত বলেন, ২০০৩-এর নিয়ন্ত্রণ আদেশ কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থায় কোনও বহিরাগত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা দেয় না, কারণ একক মালিকানাধীন ব্যবসায়ের মতো কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থায় একাধিক অংশীদার থাকে এবং অংশীদারিত্ব দলিল ইচ্ছাকৃত হলে তা ভেঙে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অংশীদারিত্ব আইনে উল্লিখিত পরিস্থিতি না দেখা দিলে সংস্থাটি ভেঙে দেওয়ার পরিস্থিতি না দেখা দিলে, কেবল তৃতীয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে লাইসেন্সের জন্য কখনই অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ৮ই আগস্ট, ২০১৩-এ প্রকাশিত কন্ট্রোল আদেশ, ২০১৩ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোনও নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বা বিদ্যমান অংশীদারিত্ব লাইসেন্সে কোনও বিদ্যমান অংশীদারকে প্রতিস্থাপন বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে, ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২-এর সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধান সাপেক্ষে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি ২৮শে মার্চ, ২০০৫-এ সংশোধিত ২০০৩-এর কন্ট্রোল অর্ডারের ২৩ নং ধারা থেকে স্পষ্ট হবে।

৩৩. শ্রী সেনগুপ্ত অবশ্য জমা দিয়েছেন যে ১৭ জুন, ২০১৬ তারিখে এস পি আই ও এবং ও এস ডি এবং ই ও যুগ্ম পরিচালক, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের দ্বারা করা যোগাযোগ যেখানে একটি আর টি আই আবেদনের উত্তরে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বলেছে যে ডাবলু. বি. ডি. এস-তে এমন কোনও বিধান নেই। (এম এবং সি) ২০০৩ আইন অনুকম্পামূলক ভিত্তিতে এম. আর ডিস্ট্রিবিউটরশিপে অংশীদার হিসাবে যে কোনও বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অংশীদারি সংস্থাকে দেওয়া লাইসেন্স বাতিল করে না।

৩৪. শ্রী সেনগুপ্ত বলেন যে দীনেশকে অন্তর্ভুক্ত করা সহানুভূতির ভিত্তিতে নয় বরং অংশীদারিত্ব সংস্থার পুনর্গঠনের ভিত্তিতে ছিল এবং এসপিআইওর উত্তরটি সেই প্রসঙ্গে পড়তে হবে।

৩৫. এর বিপরীতে জনাব এস. এন. মিত্র জমা দিয়েছেন যে, ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখের লাইসেন্সের ১১তম ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ফার্মটি পুনর্গঠিত হওয়ার পরে লাইসেন্সটি বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে, লাইসেন্সটি খালি হয়ে যায় এবং পূরণ করার একমাত্র উপায় হল পাবলিক বিজ্ঞপ্তি। জনাব মিত্র জমা দিয়েছেন যে যখন আইন দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় তখন লোকাস স্ট্যান্ডির / মামলা করা অধিকার প্রশ্নটি গুরুত্বহীন হয়ে যায়। মেহসানা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং অন্যান্যদের বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যদের, (২০০৪) ২ এস. সি. সি ৪৬৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এই সিদ্ধান্তের ১৬ নং অনুচ্ছেদে এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এটি নিম্নরূপঃ-

"১৬. উপরে বর্ণিত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে একটি রিট জারি করেছেন, যেখানে বিবাদীদের ৪ এবং ৫ নম্বর নির্দেশিকা জারি করেছেন যাতে তারা গুজরাট সমবায় সমিতি আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিধান অনুসারে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আমরা আপত্তিকর আদেশে কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। আইন ও বিধিগুলি অনুসরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে - এবং লঙ্ঘন করা যাবে না। যখন আইনটি নিয়মাবলী অনুসরণ করার জন্য নির্ধারণ করে, তখন তা সেই পদ্ধতিতে হতে হবে। বিপরীতটি আইনের পরিপন্থী হবে। যদি কর্তৃপক্ষের নজরে আনা আইনগত নিয়ম লঙ্ঘনের কোনও অভিযোগ থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বর্তমান মামলার মতো তাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা পালন না করে,

যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক সর্বদা হাইকোর্টের নজরে আনতে পারেন আইনগত কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং এই ক্ষেত্রে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত এবং যথাযথ আদেশ প্রদানের জন্য হাইকোর্ট সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে যে হাইকোর্ট একটি রিট অফ ম্যান্ডামাস জারি করার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ন্যায়সঙ্গত ছিল, যাকে দোষ দেওয়া যায় না।"

৩৬. বরুণ ঘোষ বনাম গৌতম কুমার সাহা ও অন্যান্যের ১৪ অনুচ্ছেদের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা (২০১১) ৪ ডাব্লুবিএলআর (ক্যাল) ২১১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে যদি এটি প্রদর্শিত হয় যে নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি তবে ধরে নেওয়া উচিত যে আগ্রহী ব্যক্তিরা এম. আর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নির্বাচনের প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

৩৭. শ্রী মিত্র আরটিআই আবেদনের উত্তরের উপরও নির্ভর করেছেন যেখানে বলা হয়েছিল যে কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থায় অংশীদার হিসাবে কোনও বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করা অনুমোদিত নয়।

৩৮. এই আপিলগুলিতে উত্থাপিত বিন্দু এবং পাল্টা বিন্দুগুলি মূলত দুটি বিষয় উত্থাপন করে, যথা:-

(i) চার বছর পর লাইসেন্সকে বিরোধ করার জন্য অরুণাভার অধিকার,
(ii) ১১ নম্বর ধারার নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে কিনা নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩-এর অধীনে জারি করা লাইসেন্স।

৩৯. একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা হল তার অংশীদারদের একটি সমষ্টি। এটি কোনও আইনগত ব্যক্তি নয়। অংশীদারিত্ব সংস্থা কোনও স্বাধীন আইনি সত্তা নয়। ফার্মের নাম কেবল অংশীদারিত্বকে দেওয়া একটি সংক্ষিপ্ত নাম এবং

অংশীদাররা হলেন এর সম্পদের প্রকৃত মালিক। প্রকৃতপক্ষে, এটি হল অংশীদার হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তিদের একটি দল। অংশীদারিত্বের অপরিহার্য উপাদান হল এটি (ক) ব্যক্তি, (খ) তাদের সকলের দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যবসা বা তাদের মধ্যে যে কেউ সকলের জন্য কাজ করে এবং (গ) এই ধরণের ব্যবসা পরিচালনা এবং এর লাভ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই ব্যক্তিদের মধ্যে একটি চুক্তি। ১৯৩২ সালের অংশীদারিত্ব আইনের ৭ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে যেখানে অংশীদারদের মধ্যে তাদের অংশীদারিত্বের সময়কালের জন্য বা তাদের অংশীদারিত্ব নির্ধারণের জন্য চুক্তির মাধ্যমে কোনও বিধান করা হয় না, সেখানে অংশীদারিত্বকে "ইচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব" হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৪০. অংশীদারি আইন, ১৯৩২-এর পঞ্চম অধ্যায়টি আগত এবং বহির্গামী অংশীদারদের সাথে সম্পর্কিত যা ধারা ৩২-এ কোনও অংশীদারকে অবসর নেওয়ার অনুমতি দেয় এবং এই ধরনের অবসর উক্ত ফার্মের বিলুপ্তি ছাড়াই হতে পারে যদি অংশীদারিত্ব চুক্তি সেখানে প্রদান করে যার জন্য তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে এবং এইভাবে কোনও অংশীদারের অবসর গ্রহণের ফলে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ফার্মের বিলুপ্তি ঘটবে না।

৪১. অংশীদারি আইন, ১৯৩২-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে কোনও ফার্ম ভেঙে দেওয়ার বিধান রয়েছে। উক্ত অধ্যায়টি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কারণ ধারা ৪৩-এর অধীনে কোনও অংশীদার অন্য সমস্ত অংশীদারদের লিখিত নোটিশ দিয়ে ফার্মটি ভেঙে দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পারে।

৪২. ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৫ সালের সংশোধনীর সাথে পঠিত, কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থাকে বোঝায় না। যদি আমরা "বিদ্যমান বিতরণকারী" শব্দটিকে একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা হিসাবে পড়ি, যদি না ফার্মটি বিলুপ্ত হয় - তাহলে শূন্যপদ সম্পর্কে প্রশ্নই উঠত না।

তবে, শ্রী মিত্র যুক্তি দিয়েছেন যে, একটি অংশীদারিত্ব সংস্থাকে মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়ার জন্য সহানুভূতির ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আইনি উত্তরাধিকারীদের অংশীদারিত্ব ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই দাখিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সুরে রমেশের প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের অধীনে, লাইসেন্সের ফর্মটি ফর্ম-ই-তে দেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি হল ১১ এবং ১২। উক্ত ধারাগুলি নিম্নরূপ:

"১১. লাইসেন্সটি বৈধ থাকবে না যদি মৃত্যু হয় অথবা লাইসেন্স থেকে পদত্যাগ করা হয় অথবা কোন গোষ্ঠী কর্তৃক গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন/বিলুপ্তি করা হয় অথবা কোন সমবায় সমিতি/স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিলুপ্তি করা হয়।

১২. লাইসেন্সটি বৈধ থাকবে না যদি না বৈধতার সময়কালের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়, তবে বৈধতার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আরও এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় জরিমানা আদায়ের পর লাইসেন্সটি নবায়ন করতে পারে যদি তিনি মনে করেন যে লাইসেন্স নবায়ন না করার কারণ লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৩. তবে, ধারা ২৬-এ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বলা হয়েছে যে, যদি 'একদল লোক দ্বারা গঠিত ফার্ম ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে ফলাফলস্বাক্ষর শূন্যপদটি' অংশীদারের পূর্বানুমোদনের ভিত্তিতে জেলা নিয়ন্ত্রক (খাদ্য ও সরবরাহ) কর্তৃক অবহিত করতে হবে। একটি অংশীদারিত্ব সংস্থার বিলুপ্তি অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে যা অংশীদারিত্ব দলিল থেকে অথবা অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ এর অধ্যায় VI-তে বর্ণিত অংশীদারিত্ব আইনের যেকোনো বিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

৪৪. নিয়ন্ত্রন আদেশ, ২০১৩ এর শর্ত ২৬ (vi) এর সহানুভূতিশীল ভিত্তি যুক্ততা নিয়ে কাজ করে। এটি নিম্নরূপঃ-

"vi) সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগ: যদি কোনও বিদ্যমান পরিবেশকের মৃত্যু বা চিকিৎসার কারণে শূন্যপদ দেখা দেয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে এই শূন্যপদ সম্পর্কে অবহিত করা হবে না। মৃত অক্ষম পরিবেশকের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যাদের নিয়মিত জীবিকা নির্বাহের উপায় নেই, তাদের প্রার্থনাকে সহানুভূতির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যদি এই প্রার্থনার সাথে ফর্ম 'G'-তে আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্র এবং পরিশিষ্ট । এবং ॥ সহ আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় এবং শূন্যপদ প্রকাশের 60 দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়া হয়। তবে, আবেদনকারীকে পরিবেশকদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হতে হবে।

আবেদন করার সময় আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সম্পাদিত একটি হলফনামা আকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে কোন আপত্তি নেই (o) যদি আবেদনকারী মৃত লাইসেন্সধারীর স্ত্রী হন (b) যদি প্রাক্তন লাইসেন্সধারী, তার/তার অক্ষম/অসুস্থতার কারণে আবেদনকারীর পক্ষে আবেদনকারীকে বেছে নেন।

জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রক আবেদনকারীর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তদন্তের ব্যবস্থা করবেন এবং তার মতামত সহ প্রতিবেদনটি পরিচালক, ডিডিপিএন্ডএস-এর কাছে জমা দেবেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত মামলা প্রেরণের সময় জেলা নিয়ন্ত্রককে একজন নিবন্ধিত সরকারি চিকিৎসা পেশাদার কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল প্রেসক্রিপশন এবং সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে প্রাক্তন লাইসেন্সধারী তার স্বাস্থ্যগত কারণ বিবেচনা করে বিতরণ ব্যবসা পরিচালনা করার অবস্থানে নেই। পরিচালক, ডিডিপিএন্ডএস, প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য তার মন্তব্য সহ এটি বিভাগে পাঠাবেন। জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রক, সরকারী অনুমোদনের পর, অনুমোদিত প্রার্থীকে একটি অফার লেটার জারি করবেন, তাকে ধারা 27(1) এবং তফসিল-B অনুসারে সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের ছবি, নিরাপত্তা জামানত এবং লাইসেন্সিং ফি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেবেন।"

৪৫. প্রকরন ২৬ (vii) একটি অংশীদারিত্ব সংস্থার সাথে সম্পর্কিত। উক্ত শর্ত নিম্নরূপে পঠিত হয়ঃ

"কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত ডিস্ট্রিবিউটরশিপ কোনো অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুমোদিত হবে না কোনো নতুন অংশীদারকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বা কোনো বিদ্যমান অংশীদারের প্রতিস্থাপন বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব লাইসেন্স, একই যোগ্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন ১৯৩২ এর বিধান সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সংশোধিত।" (জোর সরবরাহ করা হয়েছে)

৪৬. লাইসেন্সের শর্তাবলী, অর্থাৎ ধারা ১১, নিয়ম ২৬-এর ধারা (vii) এর সাথে একত্রে পড়তে হবে। অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠনের ফলে কোনও শূন্যপদ তৈরি হবে না কারণ এটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে যার অর্থ জেলা নিয়ন্ত্রক (খাদ্য ও সরবরাহ) ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২-এর বিধান সাপেক্ষে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই আবেদন বিবেচনা করবেন। এই বিচক্ষণতা বিচার্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের মতে, এটি ২০০৫ সালে সংশোধিত পূর্ববর্তী নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩-এ অন্তর্নিহিত ছিল কারণ এই জাতীয় নিয়ম তৈরি এবং প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল ফার্ম পুনর্গঠনের ফলে হতে পারে এমন শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত করে লাইসেন্সে ব্যবসা করা এড়ানো। নবগঠিত অংশীদারিত্বকে লাইসেন্সে ব্যবসা সহজতর করার জন্য একটি মোডিকাম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি ৮ই আগস্ট, ২০১৩ তারিখের নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০১৩-এর ধারা ২৬(vii) তে রয়েছে।

৪৭. ৯ই জুন, ২০১৬-এ অরুণাভা তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫-এর অধীনে ডিডিপি এবং এস/এসপিআইও-এর পরিচালকের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন যে কোনও বহিরাগতকে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং অনুকম্পার ভিত্তিতে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপে নিয়োগ করা যেতে পারে কিনা কন্ট্রোল আদেশ, ২০০৩ এর বিধান অনুসারে মৃত অংশীদারের আইনী উত্তরাধিকারীদের বাদ দেওয়ার জন্য।

জবাবে ১৭ই জুন, ২০১৬ তারিখে এস/এসপিআইও এবং ওএসডি এবং ইও যুগ্ম পরিচালক, ডিডিপি এবং এস/এসপিআইও জানিয়েছিলেন যে "ডব্লিউ. বি. পি. ডি. এস (এম অ্যান্ড সি) আদেশ, ২০০৩-এ এমন কোনও বিধান ছিল না যে কোনও বহিরাগতকে এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটরশিপে সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।"

৪৮. ২রা আগস্ট, ২০১০ তারিখে ফার্ম পুনর্গঠনের পর ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখে একটি নতুন লাইসেন্স জারি করা হয়। মনে হচ্ছে জগদীশের আইনি উত্তরাধিকারীরা অংশীদারিত্ব ফার্মে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানানোয় দীনেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশে একজন অংশীদারের মৃত্যুর ফলে বহিরাগত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সম্পর্কে নীরবতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, অংশীদারের মৃত্যুর ফলে অংশীদারিত্ব ফার্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে না। পুনর্গঠিত ফার্মের পক্ষে নতুন লাইসেন্স দেওয়ার আগে রাজ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩ এর অধীনে এটি অনুমোদিত কিনা তা খুঁজে বের করা। আরটিআই আবেদনের জবাবে স্পষ্ট করা হয়েছে যে সহানুভূতির ভিত্তিতে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপে কোনও বহিরাগতকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও বিধান নেই। তবে, এটি অগত্যা নতুন অংশীদারের অন্তর্ভুক্তিকে বাদ দেয় না এবং নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০১৩ দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যার জন্য ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২-এর বিধান সাপেক্ষে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই অন্তর্ভুক্তিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়। এই বিবেচনাটি নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩-এ অন্তর্নিহিত বলে মনে হয়। যাই হোক না কেন, দীনেশকে অন্তর্ভুক্তির অনুমতি না দেওয়া হলেও অংশীদারিত্ব সংস্থাটি এখনও দুই অংশীদারের সাথে টিকে থাকত।

৪৯. যদিও ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশে অনুরূপ বিধান নেই এটা স্পষ্ট যে যখন কোনও অংশীদারিত্ব সংস্থাকে লাইসেন্সের অনুমতি দেওয়া হয় তখন পুনর্গঠনের মাধ্যমে এটির অস্তিত্ব বন্ধ হতে পারে না, বিশেষ করে যখন এটি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি অংশীদারিত্ব হয়। নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর ধারা (vii) তে এটির যত্ন নেওয়া হয়েছে। তবে, পুনর্গঠনের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য চেক এবং ভারসাম্য প্রয়োগ করতে হবে, যাতে বহিরাগত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কারণ পুনর্গঠনের আড়ালে অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন বিবেচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করতে পারে যেখানে আগত অংশীদার একজন বহিরাগত। এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে ধরে নেওয়া হবে যে কর্তৃপক্ষ বহিরাগত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে সন্তুষ্ট ছিল। যে কোনও ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের আগে বিদ্যমান অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্ব ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারত।

৫০. দীনেশকে সহানুভূতির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৫১. রিট আবেদনকারী, আমাদের দৃষ্টিতে, রমেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। অরুণাভের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাকে একটি মধ্যস্থতাকারী এবং একটি ব্যস্ত সংস্থা বলে মনে হয়। একজনকে প্রমাণ করতে হবে যে শূন্যপদের ঘোষণার ক্ষেত্রে, পরিবেশক হিসাবে কাজ করার জন্য তার সম্পদ এবং পরিকাঠামো ছিল। আবেদনগুলি হল অস্পষ্ট এবং অপ্রমাণিত।

৫২. ২০২৩ সালের এফ. এম. এ ৭১ অনুমোদিত। ২০১৫ সালের এফ. এম. এ ১১০ বাতিল করা হয়েছে।

৫৩. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই। এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে স্বাভাবিক ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আমি একমত

(বিচারপতি সৌমেন সেন)

(বিচারপতি উদয় কুমার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal